—বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন—

বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য এক আনা।

বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র

পাকিয়ে জটা মেঘের ঘটা বাংলার আকাশ মাঝে,
দুর্য্যোগের ঝড় উঠ্‌লো আকাশ ডম্বরু ওই বাজে।
দৈত্য দানব রাঙ্গায় আঁখি গর্জ্জন করে রোষে,
দেবতারাও সর্ব লড়্‌বে নাকি বজ্র ভীষণ ঘোষে।
সকল হাসি ফুরিয়ে গেছে বিষের বাঁশী বাজে,
রেষারেষির বহ্নি জ্বলে বাংলাদেশের মাঝে।
সাম্প্রদায়িক শাসন চলে লীগের প্রতাপ বাড়ে!
চাপিয়ে দিচ্ছে পাকিস্থান বাঙ্গালী হিন্দুর ঘাড়ে।
লীগের শাসন অধীন হ'তে ইচ্ছা কারো নয়,
দাবী কর্‌ছে তারাও স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র চায়।
লীগ শাসনের নমুনা দেখে সারা দেশটা কাঁপে,
রসাতলে যাচ্ছে মানুষ গুণ্ডাগুলোর দাপে।
লুকিয়ে থাকে ভূতের মতন কখন্ ঘাড়ে পড়ে,
কখন্ যে কার বিপদ ঘটে কখন্ যে কে মরে!
পাঁঠার মত হচ্ছে মানুষ নিত্য বলিদান,
পাপ-রাজত্বে মহাপাপীদের খুনের অভিযান।
গয়না টাকা লুট করে' নেয় আগুন জ্বালে ঘরে,
খুঁচিয়ে মারে পুড়িয়ে মারে সর্ব্বনাশটা করে।
এসিড ব্যল্‌ব, পট্‌কা ছোড়ে হাতবোমা মারে ছুঁড়ে,
জলে পুড়ে মর্‌ছে মানুষ প্রাণটা যাচ্ছে উড়ে।
লীগের শাসন গুণ্ডাদমন একটুও না করে,
ছারেখারে যাচ্ছে দেশ অশান্তি ঘরে ঘরে।

বৃটিশ শক্তি থাক্‌তেও দেশে লীগের শাসন এই,
বৃটিশ গেলে কি দশা হ'বে আতঙ্কে কাঁপি তাই।
হিন্দুনারীর বিপদ ভারি নিত্য ঘটে কত,
মান-মর্য্যাদা সতীত্ব-নাশ চল্‌ছে অবিরত।
লীগ নেতাদের লক্ষ্য নাই—নারীর শিরে বাজ,
গুণ্ডাপণ্ড ঢুক্‌ছে করে চালাচ্ছে হীন কাজ।
দায় হয়েছে জীবন নিয়ে মানুষের পথ চলা,
তার উপরে সাঁড়াশী আইন টিপ্‌ছে গাল, গলা।
ভেদবুদ্ধির পাপ-শাসনে পক্ষপাতের দোষ,
বাঙ্গালী হিন্দুর বুকের মাঝে গোম্‌রায় আপ্‌শোষ।
দু'দিন পরে হিন্দুজাতির কি দুর্দ্দশা যে হবে,
সম্বল করে' কম্বল লোটা ভিক্ষার ঝুলি নেবে।
সারা বাংলায় পাঁচ ছ'কোটি মানুষ বসতি করে,
সংখ্যায় বেশী হয়েছে যারা কয়েক লক্ষের তরে—
শাসন-দণ্ড তাদের হাতে মেজাজ ভাল নয়,
খেয়াল-খুশীর আইন বানায়—হচ্ছে তাদের জয়।
সেই শাসনে গলদ কত নিত্য পড়ে ধরা,
বিশাল একটা শিক্ষিত জাত জ্যান্তে আছে মরা।
সারা বাংলার লোকসংখ্যার অর্দ্ধেকের কম কিছু,
বিশাল জাতি সেই হিন্দুর হচ্ছে মাথা নীচু।
পৃথক নির্ব্বাচনের ফলে ঘটেছে সর্ব্বনাশ,
হিন্দু-শাসন কর্‌ছে লীগ জাগায় বুকে ত্রাস!
শিক্ষা দীক্ষায় সুসভ্যতায় এখনো শ্রেষ্ঠ যারা,
দেশ-শাসনের অধিকার পায়না আজি তারা।

স্বাধীন হ'য়ে আস্‌ছে দেশ যাদের মৃত্যুপণে,
যারা জাগালো ভারতবর্ষ অশনির গর্জ্জনে।
স্বদেশ-সেবায় শহীদ হ'ল যাদের সুসন্তান,
যাদের দানে উঠ্‌লো গড়ে' অশেষ প্রতিষ্ঠান।
যাদের ত্যাগ সাধনা-বলে ভারতমাতা ধন্য,
সেই বাঙ্গালী হিন্দুরা আজ লীগের অধীন গণ্য।
কি দুঃখের কথা! তাইত ব্যথা বাঙ্গালী হিন্দুর বুকে,
লীগ-দাসত্বের চুণকালি আজ মাখ্‌ছে তারা মুখে।
ভেদ-শাসনের দুর্নীতিতে হতাশায় পরিপূর্ণ,
হিন্দুজাতির শিক্ষা, কৃষ্টি সব হতেছে চূর্ণ।
দশটি বছর লীগের শাসন উচ্ছন্ন দেছে দেশ,
দুর্ভিক্ষ, মারীর তাণ্ডবেতে বাংলার দফা শেষ।
তার ওপরে হত্যালীলার পাপের বন্যা ছোটে,
লীগ নেতাদের অক্ষমতা চোখের সাম্‌নে ফোটে।
অরাজক রাজ্যে মানুষ-জীবন হয়েছে অশান্তিময়,
এত নির্য্যাতন অশুভ শাসন বল আর কত সয়?
পশ্চিম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা তাই চায়,
প্রদেশ বিভাগ করে' স্বাধীন রাষ্ট্র যদি পায়।
সুবে বাংলার পূবে এবং উত্তর পশ্চিম বিভাগ করে',
দুইটি জাতির দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র উঠুক গড়ে'।
কার্জন সাহেবের বাংলা-ভাগ বর্ত্তমানে নয় ভাই!
কালের হাওয়া কর্‌ছে ভাগ দুঃখের কারণ নাই।
পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা তাই আপত্তি করোনা মিছে,
স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র হ'লেই রক্ষা পাবে সব পিছে।

দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র তখন সংখ্যালঘুদের তরে,
ন্যায় অন্যায় বিচার করে' চল্‌বে পরস্পরে।
পাকিস্থানী বঙ্গের সংখ্যালঘুরা যেমন শান্তিতে রবে,
হিন্দু-বঙ্গের সংখ্যালঘুরাও তেমনি আরাম পাবে।
একদেশে দুই রাষ্ট্র বটে অঞ্চল বিভাগ হ'বে,
একগঙ্গার ইলিশ মাছ সবাই ভেজে খাবে।
এক বাড়ীতে দুই ভাড়াটে যেমন করে বাস,
বিবাদ করে' পরস্পরে মাড়াতে চায় না পাশ।
একটি কলের জলট আবার আরামে যেমন গেলে,
এক ভাষারই সুধা খাবে দুই রাষ্ট্রের ছেলে।
লীগ-শাসনে বাঙ্গালী হিন্দুর রক্ষা যখন নাই,
বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন একটা রাষ্ট্র তাদের চাই।
বিরোধী যারা হচ্ছে তাতে যতই দেখাক্ যুক্তি,
স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া হিন্দুর কিছুতেই নাই মুক্তি।
পৃথক জাতি ভাব্‌ছে যারা পৃথক রাষ্ট্র চায়,
পৃথক নির্ব্বাচনে যারা শাসন-শক্তি পায়।
তাদের জুলুম ঠেকানোটা যদি সহজসাধ্য হয়,
বঙ্গভঙ্গের বিরোধীরা তবে অগ্রসর কেন নয়?
নির্য্যাতীত সংখ্যালঘুদের রক্ষা কর্‌তে তারা,
কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে কী (?) বিরোধী হচ্ছে যারা?
সভার মাঝে লেক্‌চার দেন বঙ্গভঙ্গ ঠিক নয়,
পাকিস্থানের দাবীটা তাতে মেনেই নেওয়া হয়।
পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা মেনে নিয়েছেন যাঁরা,
সভার মাঝে পৃথক আসনে নিত্য বসেন তাঁরা।

ঝগড়া বিবাদ নিত্য চলে দুইটি জাতিরূপে,
অশান্তির ধূম্র তুলে তবে কেন মিছে অন্ধকূপে ?
জাগো অন্ধ, জাগো বিরোধী বঙ্গবিভাগে যারা,
রক্ষা নাহি গো বাঙ্গালী হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া।
ভায়ে ভায়ে যবে বিবাদ বাধে সংসার অশান্তিময়,
পার্টিশান করে' বাসের বাটী শান্তি তাদের হয়।
সোনার বাংলায় যারা এতকাল মিলে মিশে ছিল সুখে,
বিবাদে মত্ত হয়েছে এখন গলদ গিয়েছে ঢুকে।
কংগ্রেস-শাসন লীগও যখন মান্‌তে রাজি নয়,
লীগ-শাসনে বাঙ্গালী হিন্দু কেনই বা পড়ে রয় ?
পার্টিশান করে' বাংলাদেশ হিন্দুর রাষ্ট্র গড়ে',
নিঃশ্বাস ছাড়ুক হিন্দুজাতি গঙ্গাস্নানটা করে'।
বাঙ্গালী হিন্দুর রাজ্য চাই তোল তাই এই রব,
দুইটি জাতির দুইটি দেশ নয়রে অসম্ভব।
তিন কোটি প্রায় অধিবাসী নিয়ে নূতন প্রদেশ হবে,
বলে বিক্রমে সে রাষ্ট্র কভু শক্তিহীন নাহি রবে।
কংগ্রেস-শাসন অধীন হ'য়ে মিশে রবে অনুক্ষণ,
হিন্দু বাংলার কত শক্তি হ'বে লীগ জানে বিলক্ষণ।
তাইত এখন শুন্‌ছি কেমন বেসুরো বাঁশীর সুর,
পাকিস্থান যেন শূন্যের দিকে উড়ে যায় বহুদূর।
পাঞ্জাবেতেও হিন্দু, শিখ চায়না লীগের শাসন,
বিভাগ করে' স্বাধীন প্রদেশ কর্‌বে তারা গঠন।
পাকিস্থানের দাবী চালিয়ে লীগের জবরদস্তি,
দুইটি দেশে হিন্দু শিখের নাই কারো আর স্বস্তি।

ভারত ছেড়ে যাবে বৃটিশ স্বাধীন করে' দেশ,
কতক প্রদেশ কেন্দ্রের অধীন শক্তি পাবে বেশ।
কতক প্রদেশ স্বয়ং স্বাধীন রাষ্ট্র মর্য্যাদা পাবে,
লীগে-নেতারা ক্ষেপেছে তাই পাকিস্থান কর তবে।
ভারত বিখণ্ড করিতে দাঁড়ায় জেহাদ ঘোষণা ক'রে,
সর্ব্বনাশের আগুন জ্বেলেছে আশার কুহকে পড়ে'।
সিন্ধু, সীমান্ত, পাঞ্জাব, বেলুচি, বঙ্গাসাম করে' গ্রাস,
গড়্‌বে স্বাধীন পাকিস্থানীরাজ জাগিয়েছে তাই ত্রাস।
ভারত ছেড়ে চলে যেতে আর বৃটিশের দেরী নাই,
লীগও অমনি তাড়াহুড়ো করে' কোমর বেঁধেচে তাই।
বাংলায় হিন্দু বড় ভাগীদার পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ,
তারাও জানায় ভাগ যদি চাও ভাগ করো তবে ঠিক।
ভাগ হ'য়ে যাক্ হিন্দুর বাংলা, পাঞ্জাবে শিখের স্থান,
চুকে যাক্ ল্যাঠা বলি দিয়ে পাঁঠা ভোজ দিয়ে নাচ্ গান।
কংগ্রেসও বলে সমস্যা জটিল মীমাংসা তার করে,
বাংলা পাঞ্জাবের অঞ্চল বিশেষ বিভক্ত হ'তেও পারে।
প্রদেশাংশের সংখ্যাগুরু যারা যদি তারা দাবী করে,
প্রদেশ বিভক্ত করেও স্বাধীন রাষ্ট্র পেতে পারে।
প্রদেশ বিভাগ করার আড়ালে কুযুক্তি কিছুই নয়,
পাকিস্থানীরা ভাবুক তাদের শক্তি কতটা রয়।
যদি শিক্ষা হয় পাকিস্থানী নেশা ছুটে যাবে দুই দিনে,
কংগ্রেস-লীগের মিলিত শাসন হতে পারে শুভক্ষণে।
তা যদি না হয়, কি ভয়! কি ভয়! হিন্দুকে বাঁচাবে হিন্দু,
পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা কাতর হয়োনা বিন্দু।

—মহাজাতি সাহিত্য মন্দিরের অন্যান্য পুস্তকাবলী—

১। ভাতের হাঁড়ি—যমের বাড়ী ২। যমরাজার বাঙলা
আগমন ৩। বাঙালী জব্দ ভাতে ৪। শ্যামের বাঁশী বা সাইরে
৫। কনট্রোলের ডামাডোল ৬। মহাযুদ্ধের সাক্ষীগোপাল ৭
হিটলারের নরমেধ-যজ্ঞ ৮। কাপড়ে আগুন ৯। ভারতমাতা
বস্ত্রহরণ ১০। নেতাজীর অমর কীর্ত্তি ১১। আজ
হিন্দ ফৌজ ১২। নেতাজীর জন্মোৎসব ১৩। ধর্ম্মঘটে চাঁদে
হাট ১৪। বিশ্বশান্তির ডুগ্‌ডুগি ১৫। জয় হিন্দ ১৬। আজ
হিন্দ নেকড়ে বাঘ ১৭। পেট শাসন—ভুঁড়ি অপারেশন ১৮
নেতাজীর পলায়ন কাহিনী ১নং ১৯। নেতাজীর পলায়ন কাহি
২নং ২০। গৃহযুদ্ধ ২১। বিষাদ-সিন্ধু ২২। বউ কথা কও ২৩
ঐ রে ঐ রাক্ষসী আসে ২৪। ভারত ছাড়ো ২৫। নয়া হি
অভিযান ২৬। এ্যাটম বোমার শতনাম ২৭। জয় যাত্রা ২৮
বুড়োর কাণ্ড ২৯। চাবুক ৩০। হাস্য রহস্য ৩১। স্বাধীন ভারত
গোড়াপত্তন ৩২। আশার আলো। উক্ত ৩২খানি ।০ ও ৵০ আ
মূল্যের পুস্তক একত্রে ডাকমাশুলসহ ভিঃ পিঃতে ২৷৵০ আনা

বাঙ্গালী মেয়ের আকাশ যুদ্ধ—(ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চ
কাহিনীর এই পুস্তকখানি পড়িতে যেমন আগ্রহ জাগে, তেম
তরুণ তরুণীদিগকে বিমান-জগতে কৃতিত্ব অর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ কর
মূল্য দেড় টাকা। ভিঃ পিঃতে মাশুলসহ সাত সিকা।

ঠাকুরমার হারানো খাতা—ফল পাকড়ের গুণাগু
সকল কথা কজনই বা জানেন? গৃহলক্ষ্মীরা এই পুস্তকখানি স
করিয়া রাখুন। যেমন পড়িতে আনন্দ, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাখাদ্যের গুণ
অবগত হইয়া কি খাওয়া উচিত বা অনুচিত তাহা বিচার ক
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসার
করিতে পারিবেন। রসমধুর কবিতায় লেখা এই পুস্তকখানি গৃহ
নিত্য প্রয়োজনীয়। মূল্য—১৲ টাকা। মাশুল সহ ১।০ পাঁচ সি

প্রাপ্তিস্থান :—**মহাজাতি সাহিত্য মন্দির**

১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্ক
১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকা